বিশ্বকাপ টি ২০ উপলক্ষে বদলে যাচ্ছে ঢাকা

ওমর ফারুক: আসন্ন আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি-২০ ক্রিকেট উপলক্ষে রাজধানীর একাংশকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধান কয়েকটি সড়কে মসৃণ কার্পেটিং, ফুটপাত উন্নয়ন ও বর্ণিল আলোকসজ্জার মাধ্যমে খেলোয়াড় ও অতিথিদের কাছে ঢাকাকে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। এ জন্য প্রায় ১১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শিগগির শুরু হবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক এই ক্রিকেট আসরে খেলোয়াড় ও অতিথিদের চলাচল যাতে আরামদায়ক ও উপভোগ্য হয় সে জন্য তারা এই প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। প্রকল্পের নাম ইম্প্র"ভমেন্ট অব রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড বিউটিফিকেশন ওয়ার্কস অ্যারাউন্ড মিরপুর শেরেবাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম অ্যান্ড মেজর রোডস অব ঢাকা সিটি ফর আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ টি-২০ বাংলাদেশ ২০১৪। প্রকল্পের মাধ্যমে বনানী রেলক্রসিং থেকে মহাখালী, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, বাংলামোটর হয়ে শাহবাগ পর্যন্ত সড়ক, পলবীর কালশী রোড, মিরপুর ১২ নম্বর সেকশন থেকে ১০ নম্বর পর্যন্ত সড়ক, ১০ নম্বর সেকশন থেকে ১৪ নম্বর হয়ে কচুক্ষেত পর্যন্ত সড়ক এবং মিরপুর স্টেডিয়ামের আশপাশের সড়ক-ফুটপাত মেরামত করা হবে। মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ কিলোমিটার। এরপর সড়কগুলোতে রোড মার্কিং ও জেব্রা ক্রসিং দেয়া হবে। পাশাপাশি সড়কবাতিগুলোও প্রয়োজনে মেরামত করে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিএম এনামুল হক রোববার যুগান্তরকে বলেন, টি-২০ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে আগামী ৮ মাছের আগে মিরপুর স্টেডিয়াম ও আশপাশের এলাকাসহ রাজধানীকে নতুন করে সাজানো হবে। প্রকল্পটি সম্প্রতি সরকারের অনুমোদন পেয়েছে।

প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে ঢাকায় আন্তর্জাতিক এই ক্রিকেট আসর আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলেও পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি ডিএনসিসির প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়। এর ফলে টেন্ডার আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ করতে মাস পেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তখন নির্ধারিত সময় শেষ হতে বাকি থাকবে মাত্র আট দিন। এই আট দিনে এত বড় কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণে সেনাবাহিনীর কোনো একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে। এদিকে টি-২০ ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে ডিএনসিসি গৃহীত প্রকল্পটির সঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) কোনো সমন্বয় নেই বলে জানা গেছে। আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি-২০, বাংলাদেশ ২০১৪ উপলক্ষে ডিএনসিসি এলাকায় পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। খেলোয়াড় ও অতিথিদের কাছে ঢাকাকে সৌন্দর্যমন্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে এ কর্মসূচি। এ জন্য নগরীতে ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবৈধ বিলবোর্ড দ্র"ত অপসারণের জন্য সংশিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৫ ফেব্র"য়ারির মধ্যে অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণ না করা হলে দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আগামী ১৬ মার্চ ঢাকায় বসছে এই বিশ্বকাপের আয়োজন। শেষ হবে ৬ এপ্রিল। এর আগে ২০১০ সালে আইসিসি বিশ্বকাপের আয়োজকও ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম। তখনও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেড় শতাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানীর বনানী, মিরপুর থেকে গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়।

মাওলানা সাঈদী ৭১ সালে কিছু করলে দুটি বইয়ে অবশ্যই তার নাম থাকত

শুনানিতে বিচারপতি

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে দুটি বই জমা দিয়েছিলেন তার আইনজীবীরা। বই দুটি হলো কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ও বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণলায় প্রকাশিত স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র এবং পিরোজপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পিরোজপুর জেলার ইতিহাস। আজ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বেঞ্চে মাওলানা সাঈদীর আপিল আবেদন শুনানির সময় এ বই বিষয়ে যুক্তি পেশ করেন অ্যাডভোকেট শাহজাহান।

তিনি বলেন, বই দুটিতে পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ রয়েছে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে স্বাধীনতা বিরোধীদের নামও রয়েছে। কিন্তু বই দুটির কোথাও মাওলানা সাঈদীর নাম নেই। মাওলানা সাঈদী যদি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতেন তাহলে এ বই দুটিতে অন্তত কোথাও না কোথাও মাওলানা সাঈদীর নাম থাকত।

তিনি বলেন, পিরোজপুর জেলা পরিষদ প্রকাশিত পিরোজপুর জেলার ইতিহাস নামক বইতে পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনার পাশপাশি স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও শান্তি কমিমিটির লোকজনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাতে কোথাও মাওলানা সাঈদীর নাম নেই। এমনকি এ বইয়ে পিরোজপুর জেলার কৃতী সন্তানদের নামের যে তালিকা রয়েছে সেখানে মাওলানা সাঈদীর ছবিসহ তার পরিচিতি রয়েছে যেখানে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিনসহ আরো অনেক খ্যাতিমানদের নাম রয়েছে। এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭ সালে যখন দেশে কোনো রাজনৈতিক সরকার ছিল না। তাছাড়া বইটি যারা সম্পাদনা করেছেন তাদের মধ্যে পিরোজপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জামালুল হক মনুসহ অনেকে জড়িত ছিলেন। এখানেও আমার নাম নেই।

এসময় বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা বলেন, মাওলানা সাঈদী যদি ১৯৭১ সালে কিছু করত তাহলে এ দুটি বইয়ে অবশ্যই তার নাম থাকত। এটা খুবই গিনিফিকেন্স (তাৎপর্যপূর্ণ) একটা বিষয়। এছাড়া পিরোজপুর জেলার ইতিহাস বইয়ে পিরোজপুরের কৃতী সন্তানদের তালিকায় তার নাম রয়েছে। এটিও খুবই সিগনিফিকেন্স। বইটি সম্পাদনার সাথে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নাম রয়েছে। তিনি জেলার সব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এটাও ইমপরটেন্ট বিষয়।

এসময় অপর বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিক বলেন, পিরোজপুর জেলার ইতিহাস বইয়ে জামায়াতের সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। সেখানেও সাঈদী সাহেবের নাম নেই। অথচ দানেশ মোলা সেকেন্দার শিকদার এদের নাম বারবার এসেছে। কিন্তু সাঈদী সাহেবের নাম একবারও আসেনি।

এসময় বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা পিরোজপুর জেলার ইতিহাস বই থেকে কয়েকটি লাইন পড়ে শুনিয়ে বলেন, এখানে জামায়াত নেতা কাউখালির মাওলানা আব্দুর রহিমের নাম রয়েছে। কিন্তু মাওলানা সাঈদীর নাম নেই। তখন অ্যাডভোকেট এসএম শাহজাহান বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র বইটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি খুবই অথেনটিক একটি বই। মাওলানা সাঈদী সাহেব যদি ১৯৮১ সালে স্বাধীনতা বিরোধী কাজের সাথে জড়িত থাকতেন তাহলে এ বইটি এবং পিরোজপুর জেলার ইতিহাস নামক বইটি যেখানে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিবরণ রয়েছে এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের নামের তালিকা রয়েছে সেখানে কোথাও না কোথাও তার নাম থাকত।

প্রধান বিচারপতি মো : মোজাম্মেল হোসেন এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ আজ শুনানি গ্রহণ করেন। মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে ৬নং অভিযোগ বিষয়ে যুক্তিপেশ শেষে ৭নং অভিযোগ বিষয়ে যুক্তিপেশ শুরু হয়েছে। শুনানি আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।

সিলেটে ড্রোনের সফল উড্ডয়ন

ঢাকার পর এবার সিলেটের আকাশে সফলভাবে উড্ডয়ন করলো শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি মানববিহীন বিমান ড্রোন। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে দুপুর একটা সাতাশ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রোন উড্ডয়নের সূচনা করেন ড্রোন গবেষক টিমের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড উড্ডয়ন শেষে ড্রোনটি সফলভাবে মাঠিতে অবতরণ করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাস্ট রোবটিঙ, অ্যারোনটিঙ এন্ড ইন্টারফেসিং রিসার্চ গ্রুপের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টাস্ের শিক্ষার্থী ও গবেষণা টিমের প্রধান সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল। টিমের অন্য সদস্য একই বিভাগের ৪র্থ বষ্ের রবি কর্মকার এবং ২য় বষ্ের মারুফ হোসেন রাহাত। এসময় আগন্তুক সহস্রাধিক দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত করে তোলেন। ড্রোনটি আকাশে ঘুরে সফলভাবে মাটিতে অবতরণ করা পর্যন্ত সবার চোখে ছিলো বিস্ময়।

গবেষণা টিমের সদস্যরা জানান, ঘোষিত সময়ের ৩ মাস আগেই মানববিহীন এয়ারক্রাফটের ম্যানুয়াল মুডে পরীক্ষামূলক সফল উড্ডয়ন হল । তবে এটাতে এখনো ড্রোনের পুরো বৈশিষ্ট্য আসিনি। এটাকে এবার ড্রোনে রুপান্তরের কাজ চলছে। তবে ড্রোনের জন্য যে ডিসিসি (ড্রোন কন্ট্রোল সেন্টার) সেটার সফটওয়্যারের কাজ শেষ হয়েছে। যা দেখতে অনেকটা ফাইটার জেটের ককপিটের মত। ডিসিরি সাথে বর্তমান এয়ারক্রাফ্ট টের ইন্টারফেসিং শেষ হলে সেটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং প্রয়োজনে ডিসিসির অপারেটরের সাহায্যে চালানো যাবে। তারা জানান, চলতি বছরের প্রথম দিনেই ঘোষণা দেই যে আমরা এই বছরের এপ্রিলে মেনুয়্যাল মোডে উড়াব এবং প্রাকটিক্যাল কাজ শুরু করি । যদিও কাজ শুরুর ২৭ দিনের মধ্যেই আমরা উড়াতে এবং ডিসিসির সফটওয়্যার বানাতে সক্ষম হই।

গবেষকরা এতদিন গোপনে বিভিন্ন পরীক্ষা চালান। গত মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রথম জনসমক্ষে সফল ভাবে উড়ানো হয়।

২০১৩ এর এপ্রিল থেকে ড্রোনের থিওরিটিক্যাল কাজ শুরু করা হয় ।প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের তত্ত্বধায়নে প্রজেক্টে কাজ করেছেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল, রবি কর্মকার এবং মারুফ হোসেন রাহাত।

গবেষকরা আরো জানান, আমরা বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর দিচ্ছি। এর মধ্যে পেইন , গ-াইডার, জেট, মাল্টিকপ্টার। আর্মি এবং এয়ার ফোর্স সাহায্য করলে আমরা মিলিটারি ড্রোন বানানোর দিকে নজর দিব।

সৈয়দ রেজওয়ানুল হক নাবিল জানান, ড্রোন বানাতে অনেক টাকা লাগে। আর্থিক স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনের তুলনায় আমরা অল্প খরচে এটি ডেভলাপ করেছি। যার পুরোটাই বহন করেছেন জাফর ইকবাল স্যার।

তিনি বলেন,২০-২৫ লাখ টাকা হলে একটি ভাল মানের ড্রোন বানানো সম্ভব হবে। এ জন্য তিনি সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'ড্রোন তৈরি করতে তরুণ গবেষকরা অনেক চেষ্টা ও শ্রম বিনিময় করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা সফল। তিনি বলেন, মূলত সেনাবাহিনীর জন্যই ড্রোন। তবে অন্য কাজেও এটি ব্যবহার করা যাবে। খুবই কম শব্দে চলা ড্রোনটি যে কোনো জায়গায় গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি তুলে বা হামলা করে চলে আসতে পারবে।'

এর আগে গত ২২ জানুয়ারি ডিএমপি সদর দপ্তরে চার উদ্ভাবকের তৈরি করা 'বাংলা ড্রোন' দশ মিনিট সফল পরীক্ষামূলকভাবে উড্ডয়ন হয়। আর এর উদ্ভাবকরা হলেন বুয়েট থেকে পাশ করা খায়রুজ্জামান বিপব, শাহনেওয়াজ ভুঁইয়া, আজিজুল ইসলাম এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা আব্দুলাহ আল মামুনের। সদর দপ্তরের সামনের বাগানে মাটি থেকে উড়তে ও নামতে সক্ষম ওই ড্রোনটির (কোয়াড কপ্টার) পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন দেখেন ডিএমপি কমিশনার বেনজীর আহমেদসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সৌদী আরব বাংলাদেশ থেকে 'লো কস্ট মাইগ্রেশন' ভিত্তিক ৩৮৪ জন শ্রমিক নিচ্ছে

সৌদী সরকার বাংলাদেশ থেকে 'লো কস্ট মাইগ্রেশন' অর্থাৎ স্বল্প ব্যয়ে শ্রমিক সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রথম পর্যায়ে দেশটির ক্লিনিং সেক্টর অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা ক্ষেত্রে ৩৮৪ জন শ্রমিক নেবে। এ জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে মাত্র ১৭ হাজার ৪শ' টাকা ব্যয় করতে হবে।

সংশিষ্ট সূত্র জানায়, বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাকুরী নিয়ে সৌদী আরব যেতে সাধারণত: ৭-৮ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এই 'লো কস্ট মাইগ্রেশন' সৌদী গমনেচ্ছু বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সূত্র আরো জানায়, অন্যান্য চাকুরী ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ করা হবে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাসিক বেতন হবে প্রায় ১৩ হাজার টাকা। তারা ওভারটাইম কাজ এবং চাকুরীর নির্দিষ্ট সময়ের পরে অন্য চাকুরীও করতে পারবে।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে দু'টি প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্সী উক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রেরণের ব্যাপারে কাজ করছে। তারা এসব শ্রমিকের একটি তালিকা বাংলাদেশের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোতে দাখিল করে। ব্যুরো আনুষ্ঠানিকতা শেষে তালিকাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।